১৮-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মন - বচন এবং কর্মে একেবারে সঠিক হতে হবে , তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণের শিখা । "

প্রশ্ন :- সবচেয়ে গূঢ় এবং সূক্ষ্ম কথা কি যা বাচ্চাদের বুঝতে খুব মুশকিল হয় ?

উত্তর :- শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবার রহস্য বোঝাই হলো সবচেয়ে গূঢ় আর সূক্ষ্ম ব্যাপার । এই কথা বুঝতে কোনো কোনো বাচ্চা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । এই রহস্য স্বয়ং বাবাই বলেন যে আমিই সকাল সকাল এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তোমাদের পড়াই, এমন নয় যে আমি সারাদিন এই রথে চড়ে থাকি।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা তোমাদের রুহানী বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন , বাচ্চারা কে ? তারা ব্রাহ্মণ । এ কথা কখনোই ভুলো না যে তোমরা ব্রাহ্মণ , যারা দেবতা হতে চলেছ । বর্ণকেও তো স্মরণ করতে হবে । এখানে তোমরা সকলেই ব্রাহ্মণ । এই ব্রাহ্মণদেরই বেহদের বাবা এসে পড়ান । এই ব্রহ্মা তোমাদের পড়ান না ; ইঁনি শিববাবা যিনি তোমাদের পড়ান । ব্রহ্মার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণদের পড়ান । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হলে দেবতায় পরিগণিত হতে পারবে না । তোমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ । শিববাবা হলেন সবার বাবা । এই ব্রহ্মাকে গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । প্রত্যেকের লৌকিক বাবা থাকে । ভক্তিমার্গে মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে - ইনি হলেন অলৌকিক বাবা, যাঁকে কেউই জানে না, যদিও ব্রহ্মার মন্দির আছে । এখানেও প্রজাপিতা আদিদেবের মন্দির আছে ।তাঁকে মহাবীরও বলা হয়, কেউ কেউ আবার তাঁকে দিলওয়ালাও বলেন । কিন্তু বাস্তবে আমাদের হৃদয় জয় করেন একমাত্র শিববাবা , ব্রহ্মাবাবা নন । সমস্ত আত্মাদের সর্বদা সুখী করেন বা খুশী দেন একমাত্র শিববাবাই । এই কথাও একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । এই দুনিয়াতে তো সাধারণ মানুষরা কিছুই জানে না । আমরা ব্রাহ্মণরাই শিববাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছি । কিন্তু তোমরা প্রতি মুহূর্তে তা আবার ভুলে যাও । স্মরণ কথাটা খুবই সোজা । সন্ন্যাসীরা "যোগ" শব্দ ব্যবহার করেন । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো । যোগ হলো খুব সাধারণ শব্দ ; একে যোগ আশ্রম বলা হয় না । বাবা এবং বাচ্চারা এখানে একসাথে বসে আছো। বাচ্চাদের কর্তব্য হলো বেহদের বাবাকে স্মরণ করা । আমরা সবাই ব্রাহ্মণ, দাদার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা, তাই শিববাবা বলেন - যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করতে থাকো । চিত্রকেও স্মরণে রাখতে পারো । এইকথা তো তোমাদের স্মরণে থাকবে যে, আমরা ব্রাহ্মণ , বাবার থেকে বিশ্ব রাজ্যের স্বত্বাধিকার নিচ্ছি । ব্রাহ্মণ কি কখনও নিজের জাতিকে ভুলতে পারে ? তোমরা শূদ্রদের সঙ্গে মিশে এই ব্রাহ্মণত্বকে ভুলে যাও । ব্রাহ্মণতো দেবতাদের থেকে উঁচু, কারণ তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে জ্ঞানসম্পন্ন । ভগবানকে সর্বজ্ঞ বলা হয় তাই না ? এর অর্থ এই নয় যে, ভগবান সবার মনে কি আছে সেই কথা জানতে পারেন । তা কিন্তু নয় । তাঁর কাছে এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । ভগবান হলেন বীজরূপ । বীজ সমস্ত ঝাড়ের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে । তাই এই বাবাকে খুব বেশী করে স্মরণ করতে হবে । এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) সেই বাবাকেই স্মরণ করেন । সেই বাবা বলেন - এই ব্রহ্মাও আমাকে স্মরণ করলে এই পদ পেতে পারবে । তেমনই তোমরাও আমাকে স্মরণ করলে উঁচু পদ পেতে পারবে । প্রথম - প্রথম তোমরা শরীর ছাড়াই (অশরীরী) এসেছিলে । এখন আবার অশরীরী হয়েই তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে

হবে । আর সব দেহ সম্বন্ধীয় সকল কিছুই তোমাদের জন্য দুঃখ বয়ে আনবে, আমাকে যখন খুঁজে পেয়েছ তবে কেন আর তাদের স্মরণ করছ । আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । সেখানে কোনো দুঃখই থাকবে না । সেখানে সমস্তই দৈবী সম্বন্ধ । এখানে প্রথমে দুঃখ হয় স্ত্রী আর পুরুষের সম্বন্ধে, কারণ এই সম্বন্ধ বিকারী হয়ে যায় । তোমাদের এখন আমি ওই দুনিয়ার উপযুক্ত বানাচ্ছি যেখানে বিকারের নামগন্ধ নেই । এটা স্মরণে রাখা দরকার যে কাম মহাশত্রু যা তোমাদের আদি – মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয় । ক্রোধের ক্ষেত্রে এইকথা বলা হয় না যে ক্রোধ আদি থেকে শুরু করে মধ্য এবং অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দেয় ; না ! তোমাদের কাম জয় করতে হবে কেননা এটা হলো সেই , যা আদি – মধ্য এবং অন্ত তোমাদের দুঃখ দেয় ; এটা তোমাদের অপবিত্র করে তোলে । পতিত শব্দ ব্যবহার হয় যখন তোমরা অপবিত্রতার দিকে চলে যাও । এই শত্রুর উপর তোমাদের জয় পেতে হবে । তোমরা জানো যে তোমরা সত্যযুগের দেবী – দেবতা হতে যাচ্ছো । যতক্ষন না পর্যন্ত এই বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত হতে পারছ ততক্ষণ কিছুই পেতে পারবে না । বাবা বোঝান যে – বাচ্চাদের মন – বচন এবং কর্মে তোমাদের সঠিক হতে হবে । এতে পরিশ্রম আছে । দুনিয়াতে কেউই জানে না যে তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো । যখন তোমাদের অগ্রগতি আরও বাড়বে , তারা বুঝতে পারবে । তারা চায়ও , একটা দুনিয়া , এক রাজ্য, এক ধর্ম এবং এক ভাষা । তোমরা বোঝাতে পারো - আজ থেকে 5000 বছর আগে ভারতে এক রাজ্য , এক ধর্ম ছিলো , যাকে স্বর্গ বলা হতো । রামরাজ্য এবংরাবণরাজ্য সম্পর্কে কেউ জানে না । তোমরাও জানতে না । তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হয়েছে ; পুরুষার্থের নম্বরভিত্তিক ক্রমানুসারে । বাবা যখন তোমাদের এইকথা বোঝাচ্ছেন তখন তোমরা অবশ্যই বাবার নির্দেশমতোই চলো । বাবা বলেন যে – এই পুরোনো দুনিয়াতে থেকেই কমল ফুলের মত পবিত্র থাকো । আর আমাকে স্মরণ করতে থাকো । বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন । আমি আত্মাদেরই পড়াতে এসেছি এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা । এই দুনিয়া হলো পুরোনো ছি ছি দুনিয়া , এই শরীরও ছি ছি । তোমরা ব্রাহ্মণরা কিন্তু পূজার যোগ্য নয়, তোমরা মহিমার যোগ্য । দেবতারা হলো পূজার যোগ্য । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে এই বিশ্বকে স্বর্গ বানাও সেই কারণে তোমাদের মহিমা করা হয়, কিন্তু পূজা হতে পারে না । নিশ্চিতভাবে তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই মহিমা হয় , দেবতাদের নয় । বাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিবর্তিত করেন। দেবতাদের আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র । এখন তোমরা আত্মারা ধীরে ধীরে পবিত্র হচ্ছে; তোমাদের শরীর পবিত্র নয় । এখন তোমরা ঈশ্বরের মতে এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো । তোমরাও স্বর্গের উপযুক্ত তৈরী হচ্ছো । তোমাদের অবশ্যই সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । এটা একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদের বাবা সামনে বসে পড়ান । ব্রাহ্মণদের ঝাড়ই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যাঁরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হতে পারবে তারাই দেবতা হতে পারবে । এ হলো নতুন ঝাড়, তাই মায়ার তুফানও খুব জোরে লাগে । সত্যযুগে এই ধরনের কোনো তুফান লাগবে না । এখানে মায়া কিন্তু তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে দেয় না । তোমরা জানো যে বাবার স্মরণে থেকেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছো । সমস্ত কিছুই এই স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে । ভারতের প্রাচীন যোগও খুব বিখ্যাত । বিদেশের লোকেরা চায় কেউ এসে তাদেরকে এই প্রাচীন যোগ শেখাক । যোগ হলো দুই প্রকারের – এক হলো হঠযোগী , আর দ্বিতীয় হলো রাজযোগী । তোমরা হলে রাজযোগী । এ তো অনেকদিন ধরে চলে আসছে । রাজযোগ সম্বন্ধে তোমরা এখন জানতে পেরেছো । সন্ন্যাসীরা রাজযোগ সম্বন্ধে কি জানবে । বাবা এসে বলেছেন – আমি এসে রাজযোগ শেখাই, কৃষ্ণ তা' শেখাতে পারেননা । এ হলো ভারতেরই প্রাচীন যোগ, শুধু গীতাতে আমার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়েছে । এইজন্য কত তফাত হয়ে যায় । শিব জয়ন্তী যখন হয় তখন

বৈকুন্ঠেরও জয়ন্তী হয় , যেখানে কৃষ্ণের রাজত্ব । তোমরা জানো যে শিব বাবার যখন জয়ন্তী হয় তখন গীতারও জয়ন্তী হয় , বৈকুন্ঠেরও জয়ন্তী হচ্ছে । তোমরা সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে , আগের কল্পের মতোই এখন স্থাপনা হচ্ছে , তাই শিব বাবার যখন জয়ন্তী তখন স্বর্গের জয়ন্তী, কারণ বাবা এসেই স্বর্গ স্থাপন করেন । এখন বাবা তোমাদের বলছেন আমাকে স্মরণ করো । স্মরণ না করলে মায়া কিছু না কিছু বিকর্ম করিয়ে দেয় । বাবাকে স্মরণ না করলে মায়ার থাপ্পড় খেতে হবে । আর বাবাকে স্মরণ করলে এই থাপ্পড় আর খেতে হবে না । এ হলো একধরনের মুষ্ঠিযুদ্ধ । তোমরা জানো যে তোমাদের শত্রু কোনো মানুষ নয়, তোমাদের শত্রু হলো রাবণ । বিয়ে করার পর কুমার – কুমারী যখন পতিত হয়ে যায় , তখন এই পতিত হওয়ার কারণে একজন আর একজনের শত্রু হয়ে যায় । বিয়েতে মানুষ লাখ লাখ টাকা খরচ করে । বাবা বলেন যে বিয়ে হলো একধরনের ক্ষতি । পারলৌকিক বাবা আদেশনামা জারি করেন , বাচ্চারা এই কাম হলো মহাশত্রু, এই ওপর জয় পাও আর পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । কারও পতিত হওয়া উচিত্ নয় । এই বিকারের জন্য তোমরা জন্ম জন্মান্তর পতিত হয়েছো , তাই কামকে মহাশত্রু বলা হয় । বাবা তো খুব ভালো করে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । তোমরা 84 জন্ম কেমন করে নিয়েছো । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের তো এখন শুদ্ধ অহংকার হওয়া চাই যে আমরা আত্মারা বাবার মতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । আমরাই আবার স্বর্গে রাজত্ব করবো । যতো পরিশ্রম করবো , ততো উঁচু পদ পাবো । চাও যদি রাজা রাণীও হতে পারো আর চাইলে প্রজাও হতে পারো । কেমন করে রাজা রাণী হওয়া যায় সেও তোমরা দেখতে পাচ্ছো । বাবাকে অনুসরণ করো, এই গায়নও আছে । এ এখনকারই কথা । এই কথা লৌকিক সম্বন্ধের জন্য বলা হয় না । বাবা এই মত দেন যে , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা ভাবো যে আমরা খুব ভালো মতে চলি এবং অনেকের সেবা করি । বাচ্চারা বাবার কাছে আসেন তখন বাবা তাদের তরতাজা করেন এবং ইনিও তোমাদের তরতাজা করেন । এই ব্রহ্মা বাবাও শিখছেন ।শিব বাবা বলেন আমি আসিই ভোরবেলা । আচ্ছা , তারপর যদি কেউ দেখা করতে আসে তখন এই ব্রহ্মা কি তাকে বোঝাবে না ? এমন কি বলবে যে বাবা আপনি এসে বোঝান ,আমি বোঝাবো না । এ হলো খুবই গোপন কথা । আমি তো সবথেকে ভালো বোঝাতে পারি । তোমরা এমন কেন ভাবো যে শিব বাবাই তোমাদের বোঝাচ্ছেন । উঁনি কি বোঝান না ? এও তোমরা জানো যে আগের কল্পে ইনি বুঝিয়েছিলেন তাই তো এই পদ পেয়েছিলেন । মাম্মাও তো বোঝাতেন তাই না ? তিনিও উঁচু পদ পাবেন । বাবাকে যখন সুক্ষ্ম বতনে দেখো তখন বাচ্চাদের তাঁকে অনুসরণ করতে হবে । গরীবরাই কিন্তু সমর্পণ করে । সাহুকাররা কিন্তু সমর্পণ হয় না । গরীবরাই বলতে পারে – বাবা , এই সব কিছু আপনার । শিববাবা হলেন দাতা , তিনি কখনওই নেন না । বাচ্চাদের তিনি বলেন , এই সব কিছুই তোমাদের । তিনি কিন্তু নিজের জন্য এখানে বা ওখানে মহল বানান না । তোমাদেরই তিনি স্বর্গের মালিক বানান । এখন এই জ্ঞান রত্নের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভর্তি করতে হবে । মন্দিরে গিয়ে তোমরা যেমন বলো , আমাদের ঝুলি ভরে দাও । কিন্তু কোন্ প্রকারের বা কোন্ জিনিস দিয়ে ঝুলি ভর্তি করবে ? এখন ঝুলি ভরেন তো মা লক্ষ্মী, যিনি তোমাদের অর্থ দেন । শিবের কাছে তো কেউ যায় না । কৃষ্ণের জন্য বলা হয় যে তিনি গীতা শুনিয়েছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণের জন্য এমন বলা হয় না যে তিনি ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছিলেন । এই কথা শংকরের কাছে গিয়ে মানুষ বলে । মানুষ ভাবে যে শিব আর শংকর এক । শংকর তো ঝুলি খালি করেন । আমাদের ঝুলি তো কেউ খালি করতে পারে না । বিনাশ তো হবেই। এই গায়ন আছে যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দিয়ে বিনাশের আগুন বেরিয়েছিলো । কিন্তু এই কথা কেউ সহজে বুঝতে পারে না । তোমাদের বাচ্চাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । কাজ কারবারও করতে

হবে । বাবা প্রত্যেকের নাড়ি দেখে রায় দেন কেননা বাবা বোঝেন যে, আমি যদি বলি আর বাচ্চারা তা না করতে পারে এমন রায় আমি কেন দেবো ? তাই তিনি নাড়ি দেখেই রায় দেন । এনার কাছে তো আসতেই হবে । ইনি সম্পূর্ণ রায় দেবেন । সবাইয়ের জিজ্ঞেস করা উচিত – বাবা এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত ? এখন কি করবো ? বাবা তো স্বর্গে নিয়ে যান । তোমরা জানো যে আমরা তো স্বর্গবাসী হতে চলেছি , এখন আমরা নরকবাসী । এখন তোমরা না নরকে আছো আর না স্বর্গে আছো । যারা যারা ব্রাহ্মণ হবে তাঁদের নোঙর এই ছি ছি দুনিয়া থেকে উঠে গেছে । তোমরা এখন এই কলিযুগী দুনিয়া থেকে কিনারা করে নিয়েছো । কোনো কোনো ব্রাহ্মণ খুব তীক্ষ্ণ হয় আবার কেউ বা স্মরণের যাত্রায় কম থাকে । কেউ যদি বাবার হাত ছেড়ে দেয় তাহলে হোঁচট খেয়ে ডুবে মরে অর্থাত্ আবার কলিযুগে চলে যায় । তোমরা জানো যে কান্ডারী এখন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন । বাইরের দুনিয়ার যাত্রা তো অনেক প্রকারের । তোমাদের যাত্রা হলো এক , এ হলো সম্পূর্ণ পৃথক যাত্রা । ঝড় যখন আসে তখন এই স্মরণে বিঘ্ন আসে । এই স্মরণের যাত্রাকে খুব ভালোভাবে পাকা করো । এর জন্য পরিশ্রম করো । তোমরা হলে কর্মযোগী । যতটা সম্ভব হাতে কাজ আর হৃদয়ে বাবার স্মরণ । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আশিক হয়ে তোমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করে আসছো । তোমরা বলো যে বাবা এখানে আমাদের অনেক দুঃখ , এখন আমাদের সুখধামের মালিক বানাও । স্মরণের যাত্রায় যদি থাকো তাহলে তোমাদের পাপ শেষ হয়ে যাবে । তোমরাই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি নিয়েছিলে এখন আবার হারিয়ে ফেলেছো । ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো , তাই তো বলে প্রাচীন ভারত । ভারতের অনেক মান ছিলো , ভারত হলো সবথেকে বড় এবং পুরোনো । এ তো তোমরা জানোই যে বিনাশ সামনে । যারা খুব ভালোভাবে এই কথা বুঝতে পারে তাদের ভিতরে অনেক খুশী থাকে । প্রদর্শনীতে তো কত লোক আসে । আহমদাবাদে দেখো অনেক প্রকারের সাধু সন্ত ইত্যাদি আসে । তারা বলে তোমরা তো সত্য কথাই বলছো । কিন্তু আমাদের বাবার থেকে বর্সা নিতে হবে এই কথা ঠিকমত বুদ্ধিতে বসে না । এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব ভুলে যাই । এখন তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন । ওখানে না থাকে গর্ভ জেল না এই জেল । তাই কখনও জেলের মুখ দেখতে হবে না । দু ধরনের জেলই থাকবে না । এখানে এইসব হলো মায়ার পাম্প । আজকাল প্রতিটি বিষয়ই খুব তাড়াতাড়ি হয় । মৃত্যুও খুব তাড়াতাড়ি হয় । সত্যযুগে এই ধরনের উপদ্রব হয় না । এখানে মৃত্যুও খুব তাড়াতাড়ি , তাই দুঃখও অনেক হবে । আগে গিয়ে তোমরা দেখবে কি হবে । খুব ভয়ংকর দৃশ্য অপেক্ষা করছে । তোমরা বাচ্চারা তো সাক্ষাত্কার করেছো । বাচ্চাদের জন্য মুখ্য হলো এই স্মরণের যাত্রা । এ হলো চড়তি কলার যাত্রা । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি সিকিলধে / হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

1) সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ । আমাদের এই ব্রাহ্মণদেরই ভগবান পড়ান । আমরাই এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি ।

2) জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভর্তি করে তার দান করতে হবে । এই কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে । মায়ার ঝড়কে ভয় পেলে চলবে না ।

বরদান :- শক্তিশালী দর্পণের দ্বারা সকলকে নিজের সাক্ষাত্কার করানোর জন্য সাক্ষাত্কার মূর্ত হও।

যেমন দর্পনের সামনে কেউ দাঁড়ালে তার নিজের সাক্ষাত্কার হয় । কিন্তু দর্পণ যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে নিজের রূপের বদলে অন্য কিছু দেখা যায় । রোগা হলে মোটা দেখা যায় , তাই তোমরা এমন শক্তিশালী দর্পণ হও , যাতে সকলকে নিজের সাক্ষাত্কার করাতে পারো অর্থাত্ তোমার সামনে এলেই তারা নিজের দেহকে ভুলে দেহী রূপে স্থিত হতে পারে – বাস্তবিক সেবা হলো এটাই , এর দ্বারাই জয়জয়াকার হবে ।

স্লোগান :- শিক্ষাকে স্বরূপে যে আনতে পারে সেই হলো জ্ঞান স্বরূপ , প্রেম স্বরূপ আত্মা ।